যুগান্তর

তারিখ ....12 JAN 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

পাঠ্যবইয়ে ভুল

এনসিটিবিতে শুদ্ধি অভিযান শিগগিরই

মুসতাক আহমদ

গত সাত বছরের মধ্যে ছয়বারই শিশুদের বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ে ভুলত্রুটি নিয়ে শোরগোল হয়েছে। সর্বশেষ এবারের পাঠ্যবইয়ে কবিতা বিকৃত করা, উপদেশ বাণী লেখায় ত্রুটি, বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম ভুলসহ নানা ধরনের ভুলত্রুটি ধরা পড়েছে। এমন পরিস্থিতি সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) শুদ্ধি অভিযানের চিন্তা-ভাবনা করছে। অযোগ্য ও দুর্নীতি-অনিয়মে জড়িতদের একটি কালো তালিকা তৈরি করা হয়েছে যাতে সংস্থাটির শীর্ষপর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তার নাম আছে। তদন্ত ও পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের পর আরও সাময়িক বরখাস্ত এবং ওএসডি করার মতো সিদ্ধান্ত আসতে পারে। যুগান্তরের অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এনসিটিবি নিয়ে বড় ধরনের বিতর্কের মুখে মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ সম্মেলন করেন। সংস্থাটিতে রদবদলের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, মানুষের ভুলত্রুটি হতেই পারে। কিন্তু এমন ভুল হয়েছে যা উচিত ছিল না। এই ভুলের বিচার হওয়া উচিত। যারা ভুল করেছেন, তারা রেহাই পাওয়ার যোগ্য নন। পরে বুধবার মন্ত্রী যুগান্তরকে বলেন, আমরা তদন্ত ও

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

এনসিটিবিতে শুদ্ধি অভিযান শিগগিরই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছি। প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

২০১০ সাল থেকে সরকার বিনামূল্যে বই দিচ্ছে। এরপর থেকে এই সংস্থায় বছরে অন্তত ১ হাজার কোটি টাকার টেন্ডার করছে। অভিযোগ রয়েছে, কর্মকর্তাদের একটি অংশ বই ও শিক্ষাক্রম রচনার চেয়ে মুদ্রণ কাজের দিকে বেশি মনোযোগী। তাই বই ও শিক্ষাক্রমের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকছে। অনেকটা দায়সারাভাবে দায়িত্ব পালন করছেন কর্মকর্তারা। যে কারণে গত ৭ বছরে ৬ বারই বইয়ের ভুলত্রুটি নিয়ে বিতর্ক উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরর সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, এনসিটিবিতে দায়বদ্ধতা ও মনিটরিংয়ের ঘাটতি আছে। এই সংস্থার প্রধান কাজ কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা। সম্প্রতি মুদ্রণ কাজ বাড়তি যোগ হয়েছে। এর পেছনেই অনেকে বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেন। সরকারের উচিত হবে, কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ের এবং মুদ্রণ কাজ আলাদা করা। অন্যথায় এসব ভুলভ্রান্তি হতেই থাকবে।

এবারের পাঠ্যবইয়ে ভুলের জন্য এখন পর্যন্ত একজনকে সাময়িক বরখাস্ত এবং দু'জনকে ওএসডি করা হয়েছে। ওএসডি করা একজন হলেন লানা হুমায়রা খান। তিনি অর্থনীতির শিক্ষক হলেও নিয়োগ পেয়েছেন বাংলার বিশেষজ্ঞ হিসেবে। শুধু তিনিই নন, এনসিটিবির ২৬০ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৬৩ জন প্রেষণে নিয়োগ পাওয়া। এদের অনেকেই এক বিষয়ের শিক্ষক হলেও নিয়োগ পেয়েছেন অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে। এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক মশিউজ্জামান বুধবার যুগান্তরকে বলেন, এখানে নিযুক্ত অনেকেই বিষয়ভিত্তিক পদে আসীন নন। আমাদের প্রধান কাজ দুটি— কারিকুলাম ও বই রচনা এবং সম্পাদনা। বই রচনা করে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদরা রচয়িতা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। বই সম্পাদনার জন্যও আমরা আউটসোর্সিং করে থাকি। আমাদের কর্মকর্তারাও সম্পাদনা করে থাকেন। আসলে প্রাথমিক স্তরের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক বা কর্মকর্তার প্রয়োজন পড়ে না। কাজ করতে করতে অনেকে দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। তিনি আরও বলেন, এবারের তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ে কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতাও বিকৃত করে ছাপা হয়েছে। এই কবিতা যাচাইয়ের দায়িত্ব ছিল শিক্ষা কর্মকর্তা ড. নাসিমা বেগমের (বাংলার বিশেষজ্ঞ)। কিন্তু তিনিও তো ভুল করলেন।

নামপ্রকাশ না করে এনসিটিবির সাবেক একজন চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলেন, একসময় এনসিটিবিতে সাক্ষাৎকার নিয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শুধু ঢাকায় রাখার জন্য পদায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের এনসিটিবিতে নিয়োগ করা হলে পাঠ্যবইয়ে এ ধরনের ভুলের ঘটনা ঘটতো না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঢাকা বোর্ডে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডারে বহুল আলোচিত একজন সহকারী অধ্যাপকের সিন্ডিকেট এনসিটিবি নিয়ন্ত্রণ করছেন। বর্তমানে প্রেষণে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের মোট ৬৩ জন কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। ঢাকায় থাকতে এদের মধ্যে ২১ জনই অপেক্ষাকৃত নিচের পদে কর্মরত। এমন ঘটনাও আছে, এদের কাউকে বদলি করা হলে পরদিনই ঢাকায় ফিরে আসেন। কয়েক মাস আগে উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আ. মজিদকে ঢাকার বাইরে বদলি করে পরদিনই ফিরিয়ে আনা হয়। কেলেংকারির দায়ে ওএসডি করা প্রীতিশ কুমার সরকারকে ২০১৩ সালে বদলি করলে একই কায়দায় পরদিন ফিরে আসেন। এর বাইরে অসংখ্য কর্মকর্তা আছেন বছরের পর বছর এনসিটিবিতে।